ভারতীয় রেল



বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত



সংসদীয় কেন্দ্রে

রেলওয়ের বিকাশ উদ্যোগ

২০১৪ সাল থেকে অগ্রগতির গৌরবযাত্রা

MAP : NOT TO SCALE

*UPDATED TILL 2026

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্রে রেলওয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সম্পন্ন কাজগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্র

(বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত)

সম্পন্ন হওয়া কাজসমূহ:

- ৫.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ কোচের ইএমইউ (EMU) ট্রেন চালানোর জন্য কার শেডে অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা।
- ৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে টিকিয়াপাড়া থেকে সাঁতরাগাছি পর্যন্ত চতুর্থ লাইন (৫.৬ কিমি) নির্মাণ সম্পন্ন।
- শালিমার, সাঁতরাগাছি, টিকিয়াপাড়া এবং সাঁকরাইল পণ্য টার্মিনাল ইয়ার্ডে ইয়ার্ড রিমডেলিং।
- হাওড়া স্টেশনের ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ০.০১০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত বসার বেঞ্চ প্রদান।
- হাওড়া স্টেশনে ০.৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল প্ল্যান্ট স্থাপন।
- হাওড়া স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য বিশেষ শৌচাগার সহ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান (ব্যয় ০.১৯০ কোটি টাকা)।
- হাওড়া স্টেশনে ১.৪৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে এলইডি (LED) আলোকসজ্জা।
- বালি এবং বেলুড় স্টেশনে ১.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম শেড প্রদান।
- হাওড়া স্টেশনের কনকোর্স এলাকায় ০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্টিলের বেঞ্চ প্রদান।
- হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোতে ১.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি ইউভি (U.V.) ওয়াটার পিউরিফায়ার প্ল্যান্ট স্থাপন।
- হাওড়া ওল্ড এবং নিউ কমপ্লেক্সে ১১টি হাই ভলিউম লো স্পিড (HVLS) বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী পাখা।
- হাওড়া স্টেশনে ১.০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতীক্ষালয়ের সংস্কার।
- হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্সে ০.৩৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ট্রু কালার ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট (৩৮৪০ মিমি x ৫৭৬০ মিমি) স্থাপন।
- হাওড়া স্টেশনে ৩.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭, ১৮ ও ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ।
- দাসনগরে নতুন বুকিং উইন্ডো নির্মাণ এবং সার্কুলেটিং এরিয়ার (স্টেশন চত্বর) উন্নতি।
- সাঁকরাইলে ০.০৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নতি।
- রামরাজাতলা, বাঁকড়া নয়াবাজ, ডাঁসী, কোনা, মাকড়দহ, ডোমজুড় এবং অন্যান্য স্টেশনে অতিরিক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- বেলুড়ে ০.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগার এবং বেলুড় ও বালিতে ০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নারী-পুরুষের প্রস্রাবাগার নির্মাণ এবং বালি স্টেশনে ০.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন প্রস্রাবাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
- ০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতীক্ষালয়ের (Waiting Hall) সম্প্রসারণ, ২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্কুলেটিং এবং কার পার্কিং এলাকা এবং ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ওল্ড কমপ্লেক্সে পে অ্যান্ড ইউজ (Pay & Use) শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
- শালিমারে ০.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ফুট ওভারব্রিজের (FOB) সম্প্রসারণ।
- হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্সে 'অতিথি' (ATITHI) রিটায়ারিং রুমের মানোন্নয়ন।
- হাওড়াতে ৬টি হাই মাস্ট টাওয়ার (উচ্চ আলোক স্তম্ভ) স্থাপন।
- হাওড়া স্টেশনের ২১ ও ২২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১০০ কিলোওয়াট (KWp) এবং ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ২৭৫ কিলোওয়াট (KWp) গ্রিড-সংযুক্ত রুফটপ সৌর প্যানেল স্থাপন।
- হাওড়া এলাকায় ৭টি জেটিবিএস (JTBS) কাউন্টার চালু।
- স্টেশন চত্বরে ০.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাই মাস্ট স্মৃতিস্তম্ভ জাতীয় পতাকা স্থাপন।
- হাওড়া স্টেশনে ২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফাসাদ লাইটিং (বাহ্যিক আলোকসজ্জা)।
- ২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্কুলেটিং এলাকা এবং কার পার্কিং এলাকার উন্নতিসাধন করা হয়েছে।
- হাওড়া স্টেশনের ১৪ ও ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ২.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে শেড সম্প্রসারণ।
- ৮৯.২ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্দুল এবং বাল্টিকুরির মধ্যে ডাবলিং বা দ্বিমুখী লাইন (৭.২৫ কিমি) নির্মাণ।
- সাঁতরাগাছি স্টেশনে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ১২ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ।
- সাঁকরাইলে ১০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্রেট (পণ্য) টার্মিনাল (প্রথম পর্যায়) নির্মাণ।
- হাওড়াতে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিবেকানন্দ মেডিটেশন সেন্টার নির্মাণ।
- বেলুর স্টেশনে ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং লিলুয়া স্টেশনে ০.৯ কোটি টাকা ব্যয়ে লিফট স্থাপন।
- সাঁতরাগাছিতে ০.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এসক্যালেটর (চলন্ত সিঁড়ি) প্রদান।
- হাওড়া নিউ কমপ্লেক্সে রিটায়ারিং রুম প্রদান এবং আপার ক্লাস ও স্লিপার ক্লাস প্রতীক্ষালয়ের আধুনিকীকরণ।
- সাঁকরাইলে ১৫১.৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্রেট (পণ্য) টার্মিনাল নির্মাণ।
- আন্দুলে ১.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্কুলেটিং এরিয়া এবং সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়ন।
- হাওড়া স্টেশনের সামনে ১.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে কার পার্কিং এবং সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নতি।
- বালি ঘাট স্টেশনে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি লিফট প্রদান।
- ওল্ড কমপ্লেক্স হাওড়া (১ থেকে ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম) এবং নিউ কমপ্লেক্সে ৪.৮০ কোটি ও ১.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে টিআইবি (TIB), সিআইবি (CIB) এবং মাইকিং ব্যবস্থার পরিবর্তন।
- হাওড়া স্টেশনের কনকোর্স এলাকায় ১.৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভিডিও ওয়াল স্থাপন।
- হাওড়া স্টেশনের ২২ এবং ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে ০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড (TIB) এবং ৫ ডিজিটের কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড (CIB) স্থাপন করা হয়েছে।
- ০.৮১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাদা, সাঁকরাইল, আন্দুল এবং টিকিয়াপাড়া—এই ৪টি স্টেশনে সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা বসানো হয়েছে।
- সাঁতরাগাছিতে ০.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মাল্টিলাইন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড প্রদান।
- হাওড়া স্টেশনের (পুরাতন ও নতুন কমপ্লেক্স) বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ১৪.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগারগুলোর উন্নতি।

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্রে রেলওয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সম্পন্ন কাজগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্র

(বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত)

- প্রধান বুকিং অফিসের কাছে ওল্ড কমপ্লেক্সে পে অ্যান্ড ইউজ (Pay & Use) শৌচাগারের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ওল্ড কমপ্লেক্সে ৪টি টিভির মাধ্যমে ডিজিটাল কার্টিং (Digital Carting) প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্সে একটি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ (Executive Lounge) চালু করা হয়েছে।
- হাওড়ায় ৭৮টি এবং লিলুয়ায় ৩টি বিএলডিসি (BLDC) সিলিং ফ্যান বসানো হয়েছে।
- হাওড়া স্টেশনে ৫টি ওয়াটার কুলার স্থাপন করা হয়েছে।
- হাওড়া তে 'এক স্টেশন এক পণ্য' (OSOP) প্রকল্পের স্টল চালু।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বালি স্টেশনে স্টেশন ভবন, প্রতীক্ষালয়, ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড, পার্কিং স্পেস, প্ল্যাটফর্ম শেড এবং দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার আমূল উন্নতি।
- হাওড়া এবং বেলুড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উপরিভাগের উন্নতিসাধন (Platform surface development) করা হয়েছে।
- লিলুয়া স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজের (FOB) উন্নয়ন।
- আজিমগঞ্জ স্টেশনে একটি নতুন আউটডোর টাওয়ার ক্লক (Tower Clock) স্থাপন করা হয়েছে।
- ডানকুনি জংশন স্টেশনে এটিভিএম (ATVM)-এর জন্য ইউটিএস (UTS) লিঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- হিন্দমোটর স্টেশনে আলোকসজ্জার মান উন্নত করা হয়েছে।
- বেলুড় স্টোর ইয়ার্ডে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি শনাক্তকরণ এবং অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- ০.০১১ কোটি টাকা ব্যয়ে দাসনগরে সার্কুলেটিং এরিয়ার (স্টেশন চত্বর) উন্নতি করা হয়েছে।
- ০.০৪১২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেউলটিতে স্টেশনের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।
- ঝালুয়ারবেড়ে ০.০০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি কল বিশিষ্ট ২টি জলের ভ্যাট (Water Vat) প্রদান করা হয়েছে।
- আবাদা স্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে সংযুক্তকারী একটি ৬.০ মিটার চওড়া অতিরিক্ত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে (ব্যয় ২.৫০ কোটি টাকা)।
- ০.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডাঁসী-র ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ৬০ মিটার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ডোমজুড় স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের প্রতিটির ৬৫ মিটার করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ০.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝালুয়ারবেড়ে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ৬৫ মিটার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ০.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কোনা স্টেশনে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ৪৫ মিটার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ২.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে শালিমারে ৫৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের নতুন প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্দুল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর শেড নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মৌরিগ্রাম স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর শেড নির্মাণ করা হয়েছে।
- মৌরিগ্রাম ও আন্দুল স্টেশনের প্রতিটিতে ০.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০০টি করে বসার আসন (Seating benches) প্রদান করা হয়েছে।
- টিকিয়াপাড়া, দাসনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌরিগ্রাম, আন্দুল, সাঁকরাইল, আবাদা, শালিমার, বাঁকড়া নয়াবাজ এবং ডোমজুড় স্টেশনে ট্রেনের সময়সূচী প্রদর্শনের বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- বাঁকড়া নয়াবাজ, ঝালুয়ারবেড়, কোনা, মাকড়দহ, রামরাজাতলা, ডাঁসী এবং টিকিয়াপাড়ায় শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আবাদা (০.০১৩ কোটি টাকা) এবং সাঁকরাইলে (০.০১৫ কোটি টাকা) একই ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ০.০১৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মপুকুরে প্রতীক্ষালয় (Waiting Hall) নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মপুকুরের ৭, ৮, ৯ এবং ১০ নম্বর লাইনে মোট ৪টি পিট লাইন (Pit line) নির্মাণ করা হয়েছে।
- ০.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মপুকুরে ইয়ার্ড রিমডেলিং বা পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- হাওড়া ময়দান–সল্ট লেক সেক্টর-V (১৬.৫৫ কিমি) মেট্রো প্রকল্প ৮৫৭৪.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ সেকশন চালু হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ২৯টি অতিরিক্ত এসকেলেটর প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ৯টি অতিরিক্ত লিফট প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ১০২টি CCTV স্থাপন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ১৫টি টিকিট ভেন্ডিং মেশিন প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ৪০টি AFC ও PC গেট প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ৩২টি AFC ও PC পোস্ট প্রদান করা হয়েছে।
- হাওড়া ময়দান থেকে সল্ট লেক সেক্টর-V (১৬.৫৫ কিমি সম্পূর্ণ সেকশন)-এর মধ্যে CBTC ভিত্তিক সিগন্যালিং সিস্টেম সহ ATP চালু করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে ৭টি পানীয় জলের ট্যাপ এবং ৩টি RO সুবিধাসহ ওয়াটার কুলার প্রদান করা হয়েছে।
- দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ১০২টি চেয়ার প্রদান করা হয়েছে।
- ৪৬টি TTIB প্রদান করা হয়েছে।
- স্টেশনগুলিতে ৩টি শৌচাগার প্রদান করা হয়েছে।

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্রে রেলওয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সম্পন্ন কাজগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্র

(বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত)

চলমান কাজসমূহ:

- হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্সে ২.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যাটফর্মের উপরিভাগ (Surfacing) সংস্কার।
- হাওড়া নিউ কমপ্লেক্সে ১৯.১৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে রিটায়ারিং রুম নির্মাণ এবং আপার ও স্লিপার ক্লাস প্রতীক্ষালয়ের পুনর্গঠন।
- ওল্ড এবং নিউ কমপ্লেক্সকে সংযুক্তকারী ৬.১ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের বাকি কাজ (ব্যয় ২.৯১ কোটি টাকা)।
- হাওড়া ওল্ড কমপ্লেক্সের ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ক্ষতিগ্রস্ত শেড এবং ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাফার এন্ডের শেড পরিবর্তন (ব্যয় ২১.০৪ কোটি টাকা)।
- হাওড়া ওল্ড এবং নিউ কমপ্লেক্সের ৫-৬, ৭-৮, ১০, ১৩-১৪ এবং ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ১৬.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কোচ ওয়াটারিং পাইপলাইন স্থাপন।
- ঝিল সাইডিং কোচিং ডিপোতে ৬৩.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন।
- বালি ঘাট স্টেশনে ০.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি লিফট প্রদান।
- দমদম জংশন-বালি হল্ট: ২.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যাটফর্মে ক্যান্টিলিভার শেড (Cantilever shed) নির্মাণের কাজ চলছে।
- বালি হল্ট (শিয়ালদহ ডিভিশন): যাত্রীদের সুবিধার্থে ১.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি লিফট প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- সাঁতরাগাছিতে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ গ্যালন ধারণক্ষমতার ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ।
- আবাদা স্টেশনে ২.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- আন্দুল স্টেশনে ০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বিপরীত দিকে (Offside) বুকিং কাউন্টার নির্মাণ।
- আন্দুল স্টেশনে ১.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্কুলেটিং এরিয়া এবং সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়ন।
- টিকিয়াপাড়া কোচিং ইয়ার্ডের পুনর্গঠন (তৃতীয় পর্যায়), ব্যয় ২১.০৩ কোটি টাকা।
- ৪৭৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোর (তৃতীয় পর্যায়): ফুলবাগান থেকে হাওড়া ময়দান (৯.১৫ কিমি)।
- হাওড়া ইয়ার্ডের সাথে চতুর্থ লাইনের সরাসরি সংযোগের জন্য টিকিয়াপাড়া-সাঁতরাগাছি সংযোগকারী লাইন (ব্যয় ২৩.৬১ কোটি টাকা)।
- ফ্লাইওভারের মাধ্যমে সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইন (৮.৬ কিমি), যার ব্যয় ২২৪.১২ কোটি টাকা।
- হাওড়া ডিভিশনে ৪৮.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনারস রোড আরওবি (ROB)-এর পরিবর্তে কেবল-স্টেড ব্রিজ নির্মাণ।
- মৌরিগ্রামে ২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে সংযুক্তকারী ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ।
- শালিমারে ৩২১.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কোচিং টার্মিনাল উন্নয়ন।
- হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স: নিউ কমপ্লেক্সে নতুন রিটায়ারিং রুম (বিশ্রাম কক্ষ) নির্মাণ এবং স্টেশনের সামগ্রিক আধুনিকীকরণের কাজ চলছে।
- প্রতীক্ষালয় সংস্কার: হাওড়া স্টেশনের আপার ক্লাস (উচ্চ শ্রেণি) এবং স্লিপার ক্লাস প্রতীক্ষালয়গুলোর আমূল সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে দূরপাল্লার যাত্রীরা আরও আরামদায়কভাবে অপেক্ষা করতে পারেন।
- হাওড়া স্টেশনের ২, ৪, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৪, ১৮ এবং ১৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সমস্ত পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগারের উন্নতিসাধন।
- হাওড়া স্টেশনে ৫টি ওয়াটার কুলার কাম পিউরিফায়ার (১২০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন) প্রদান।
- হাওড়া স্টেশন: যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত আরও সহজ করতে হাওড়া স্টেশনে নতুন ২টি লিফট স্থাপনের কাজ চলছে।
- বালি ঘাট স্টেশন: এখানে একটি আধুনিক ডিজিটাল ঘড়ি (Digital Clock) বসানোর কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।
- হুগলি ঘাট স্টেশন: সঠিক সময় প্রদর্শনের জন্য এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জিপিএস-ভিত্তিক (GPS-based) ঘড়ি প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- সাঁতরাগাছি স্টেশনে একটি ১২ মিটার চওড়া ফুট ওভারব্রিজ এবং সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়নের কাজ চলমান।
- মৌরিগ্রাম-বাগনান সেকশনে ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়নে ব্যয় ০.১৮ কোটি ।
- স্থায়ী কিয়স্ক (Static Kiosks): ০.২৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে টিকিয়াপাড়া, মৌরিগ্রাম, সাঁকরাইল, আবাদা এবং নলপুর স্টেশনে নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী কিয়স্ক নির্মাণ করা হচ্ছে।
- মোবাইল ট্রলি কিয়স্ক (Mobile Trolley Kiosks): ০.২৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে রামরাজাতলা, দাসনগর, আন্দুল, শালিমার, সাঁতরাগাছি, টিকিয়াপাড়া, মৌরিগ্রাম, সাঁকরাইল, আবাদা এবং নলপুর—এই ১০টি স্টেশনে সহজে স্থানান্তরযোগ্য মোবাইল ট্রলি কিয়স্ক তৈরির কাজ চলছে।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ব্যয়ে আন্দুল স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ।
- BKNM-এ D এবং E ক্যাটাগরির স্টেশনগুলির অধীনে ০.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে CCTV ক্যামেরা স্থাপন।
- টিকিয়াপাড়া, দাসনগর, সাঁতরাগাছি, সাঁকরাইল এবং আবাদায় দিব্যাঙ্গদের জন্য জলের ভ্যাট (Water vats) প্রদান।
- আন্দুল সহ দুটি স্টেশনে ১৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজ (FOB) নির্মাণ।
- বাগনানে ৭.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে সংযুক্তকারী র‍্যাম্প সহ দ্বিতীয় ফুট ওভার ব্রিজ (৬.১ মিটার চওড়া) নির্মাণ।
- সাঁতরাগাছিতে ১৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সিগন্যালিং সুবিধাযুক্ত আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ।
- সাঁতরাগাছিতে ২৮৮.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্কুলেটিং এরিয়া এবং যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নসহ কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সড়ক সংযোগ স্থাপন।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে শালিমারে ২৬.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক ওয়াশবল অ্যাপ্রন (Ballastless track washable apron) নির্মাণ।

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্রে রেলওয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সম্পন্ন কাজগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

হাওড়া সংসদীয় কেন্দ্র

(বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত)

- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সাঁতরাগাছিতে ১৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যালাস্টলেস ট্র্যাক ওয়াশবল অ্যাপ্রন নির্মাণ।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ADL স্টেশনগুলির জন্য ০.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং পুনর্নির্মাণ (Resurfacing)।
- দেউলটিতে ০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে স্টেশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি।
- সাঁতরাগাছিতে ২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কোচিং রেকের জন্য ২ এবং ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ।
- শালিমার-সাঁতরাগাছি সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম শেডের এসি (AC) শিট পরিবর্তন করে ১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্যালভালুম শিট লাগানো।
- হাওড়া-খড়গপুর সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম শেডের এসি (AC) শিট পরিবর্তন করে ১.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্যালভালুম শিট লাগানো।
- একাধিক স্টেশনে দিব্যাঙ্গদের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে আন্দুলে ১.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা।
- একাধিক স্টেশনে দিব্যাঙ্গদের জন্য মূত্রাগারের ব্যবস্থা।
- শালিমারে ১২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাটওয়াক এবং LED লাইটিং ব্যবস্থা সহ দুটি পিট লাইন নির্মাণ।
- সাঁতরাগাছিতে ১.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে NCG-3 পিট লাইনকে ২৪ কোচ থেকে ২৬ কোচের দৈর্ঘ্যে উন্নীতকরণ।
- ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়া মেট্রো স্টেশনকে পূর্ব রেলওয়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য সাবওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে।
- হাওড়া মেট্রো স্টেশনকে প্ল্যাটফর্ম নং ১৭-এর কাছে গুডস শেডের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ১৬.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাবওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে।
- ৯টি WM TVM (Wall Mounting Ticket Vending Machine) চালু করার কাজ চলছে।


ARSALAN
RESTAURANT N CATERER

ICF














ICF
250301
RHA






TAMLUK
তমলুক
তমলুক